প্রতিযোগিতাসক্ষম প্রবৃদ্ধিসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে প্রয়োজন আইটি-আইটিইএস শিল্পখাতের উন্নয়ন

গোলাপ মুনীর

আমরা চাই প্রতিযোগিতাসক্ষম ও প্রবৃদ্ধিসমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ। আর বিতর্কহীনভাবে আমরা একথাও স্বীকার করি, সেই কাঙ্ক্ষিত প্রতিযোগিতাসক্ষম ও প্রবৃদ্ধিসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে আইসিটিকে। উন্নয়ন সাধন করতে হবে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি কিংবা তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সেবা তথা আইটি বা আইটিইএস শিল্প খাতের। বাংলাদেশে মূলত উন্নয়ন ভাবনায় আইসিটির সম্পৃক্ততার বিষয়টি স্থান পায় বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকের শুরুতে। তবে জাতীয় আইসিটি নীতিকৌশল প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৯৭ সালে। ২০০২ সালে এসে বাংলাদেশ আইসিটি শিল্প খাতকে 'থ্রাস্ট সেক্টর' হিসেবে চিহ্নিত করে। কারণ, তখন আমাদের নীতিনির্ধারকদের উপলব্ধিতে আসে দ্রুত সংস্কার সাধন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্পপ্রবৃদ্ধি অর্জন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা কিংবা শাসন ব্যবস্থায় সুষ্ঠুতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সরকারি প্রয়াসে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং অন্যান্য খাতে আইসিটির বড় মাপের প্রভাব ইত্যাদি বিবেচনায় আনলে নিঃসন্দেহে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনে আইসিটি এক সমৃদ্ধ সম্ভাবনাময় খাত। তা সত্ত্বেও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, সর্বসম্মত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমন্বয়ের অভাবে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের আইসিটি খাতের উন্নয়ন সীমিত পর্যায়েই থেকে যায়। তবে কিছু কিছু ব্যক্তি পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের সফলতার উদাহরণও সৃষ্টি হয়েছে এরই মধ্যে।

বাংলাদেশের আইসিটি খাতের নানা বিষয়ে চলেছে নানাধর্মী সমীক্ষা। চলেছে অনেক পরিকল্পনা কর্মকাণ্ড। সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও হয়েছে অনেক। নানা মহলের নানা মত নানা পরামর্শ এসেছে। এ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সার্বিক আইসিটি খাতের নানা উপাদান চিহ্নিত হয়েছে, চর্চিত-অনুশীলিত হয়েছে। তাতে ব্যর্থতা যেমন আছে, তেমনি আছে সফলতাও। তবে বাংলাদেশ যদি নিজেকে একটি প্রতিযোগিতাসক্ষম ও প্রবৃদ্ধিসমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে চায়, তবে এর আইটি-আইটিইএস শিল্প খাতের উন্নয়ন ঘটাতেই হবে। আর বাংলাদেশ যদি চায় এর আইটি-আইটিইএস শিল্প খাতকে একটি গতিশীল শিল্প খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে এবং অর্থনৈতিক খাতের ও ব্যবসায়ের প্রবৃদ্ধি সাধনে এ খাতের অবদান নিশ্চিত করতে, তবে বাংলাদেশের প্রথম প্রয়োজন আইটি-আইটিইএস খাত উন্নয়নে এর স্টেকহোল্ডার ও সরকারের সংশি-ষ্ট নীতিনির্ধারকদের নিয়ে একটি সর্বসম্মত নীতি ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ। তাহলেই বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হবে এ খাত উন্নয়নে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে এগিয়ে যাওয়া।

এ লেখার শিরোনাম থেকে বিষয়টি স্পষ্ট, আমাদের লক্ষ্য একটি প্রতিযোগিতাসক্ষম ও প্রবৃদ্ধিসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া। আর এক্ষেত্রে প্রয়োজন আইটি-আইটিইএস শিল্প খাতের উন্নয়ন। আমাদের অনেকের হয়তো মনে আছে গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বব্যাংক 'Leveraging ICT for Growth and Competitiveness in Bangladesh : IT/ITES Industry Development' শীর্ষক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। বিশ্বব্যাংকের হয়ে কয়েকজন পদস্থ কর্মকর্তা এ রিপোর্টটি তৈরি করলেও রিপোর্টে প্রকাশিত মতামত রিপোর্টপ্রণেতাদের নিজস্ব বলে উলে-খ করা হয়। সে যা-ই হোক, অর্ধশত পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ এ রিপোর্টে বাংলাদেশের আইটি-আইটিইএস শিল্প খাতের উন্নয়নের নানা দিক উঠে এসেছে। এ রিপোর্টে এ খাতের যে চিত্রটি এসেছে, তারই আলোকে আমাদের আইটি-আইটিইএস শিল্প খাতের উন্নয়ন আলোচনার প্রয়াস পাবো এ লেখায়।

রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ আগামী ৫ বছরের মধ্যে আইটি-আইটিইএস খাতে একটি যথাযোগ্য অবদানকারী দেশে পরিণত হওয়ার জন্য যাতে এর কৌশল, কর্মসূচি চিহ্নিত করতে পারে এবং প্রতিযোগিতাসক্ষম ও প্রবৃদ্ধিসমৃদ্ধ দেশ গড়ার জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারে– সে ব্যাপারে বাংলাদেশকে সাহায্য করাই এ রিপোর্টের উদ্দেশ্য। সেই সাথে বাংলাদেশ যাতে নারী-পুরুষের সমতা বিধান ও যুবশ্রেণীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে একটা উপায় খুঁজে পায়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সহায়তা করাও এ রিপোর্টের লক্ষ্য। যেহেতু আমাদের লক্ষ্যও তাই, এজন্য এ রিপোর্টের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা আমাদের প্রয়োজন।

বাজার সম্ভাবনা

প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের জন্য এর আইটি-আইটিইএস শিল্প খাতের উন্নয়নে মনোযোগী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়– প্রথমত, শিল্প খাতের উন্নয়নের বিষয়টি সংশি-ষ্ট রয়েছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে। এর মধ্যে রয়েছে, সফটওয়্যার রফতানির উন্নয়ন, আইটি পার্ক গড়ে তোলা, যুব-উন্নয়ন ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, বিশ্ব আইটি-আইটিইএস বাজার এতটাই ব্যাপক যে, একে এড়িয়ে চলা যায় না। প্রতিবছর এ শিল্প খাতের বিশ্ববাজারের পরিমাণ অনুমিত হিসেবে ৪৭ হাজার ৫০০ কোটি ডলার। এর মধ্যে মাত্র ১৫ শতাংশ বাজার চাহিদা (৬ হাজার ৫০ কোটি ডলার) মেটানো সম্ভব হয়। বাকি ৮৫ শতাংশ বাজারই অবাস্তবায়িত। প্রতিযোগী দেশগুলো চাইবে তাদের আইটি-আইটিইএস শিল্প খাতের উন্নয়ন ঘটিয়ে এই অধরা বাজার ধরতে। বাংলাদেশ এ সুযোগে অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হতে পারে। অর্থনৈতিক উপকারের বাইরে আইটি-আইটিইএস খাতের প্রবৃদ্ধি বড় মাপের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে যুব-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ খাত ভালো অবদান রাখতে পারে, নারী-পুরুষ বৈষম্য কমাতে পারে, রাজস্ব, বিধি ও আইনী সংস্কারে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সর্বোপরি দেশের সামগ্রিক ভাব-মর্যাদা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এসব আকর্ষণীয় সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের জন্য। এক্ষেত্রে ভারত ও ফিলিপাইন হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিযোগী। অপরদিকে চীন, ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান হচ্ছে বিকাশমান প্রতিযোগী।

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাত বাদ দিলে এর সামগ্রিক আইটি খাত ছোটই রয়ে গেছে। এর পরিমাণ ৩০ কোটি ডলার। এর মধ্যে আইটি-আইটিইএস খাতের অবদান ৩৯ শতাংশ, যা ডলার মূল্যমানে ১১ কোটি ৭০ লাখ ডলার। উলি-খিত জরিপ রিপোর্ট তৈরির পূর্ববর্তী পাঁচ ►

নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্স ২০০৮-২০০৯ র‌্যাঙ্কিং

র‌্যাঙ্ক	দেশ	অর্থনীতি সূচক
৪৬	চীন	৪.১৫
৫৪	ভারত	৪.০৩
৭০	ভিয়েতনাম	৩.৭৯
৮৫	ফিলিপাইন	৩.৬০
৯৮	পাকিস্তান	৩.৩১
১২৭	নেপাল	২.৮৫
১৩০	বাংলাদেশ	২.৭০

মোট র‌্যাঙ্কিংয়ের অন্তর্ভুক্ত দেশ

সূত্র : দি গ্লোবাল আইটি রিপোর্ট ২০০৮-২০০৯

বছরে অবশ্য বাংলাদেশের আইটি-আইটিইএস শিল্প খাতে ৪০ শতাংশ হারের উচ্চপ্রবৃদ্ধি ঘটতে দেখা গেছে। এবং আশা করা হচ্ছে, এ প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের আইটি-আইটিইএস রফতানি এ সময়ে স্থিতিশীল ছিল না। দেখা গেছে বছরওয়ারী রফতানিপ্রবৃদ্ধি ছিল ৮ শতাংশ থেকে ১১৩ শতাংশ। এর জন্য অবশ্য হিসাব পদ্ধতির পরিবর্তনও একটি কারণ। এ খাতে বাংলাদেশে সুযোগ খোঁজার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা-কাঠামো বিবেচনায় আনা হয়েছে। একই সাথে বিভিন্ন ধরনের শ্রেণীবিভাজনও চলেছে এ মডেলে।

ভূমিকা এ খাতের জন্য সহায়ক।

দুর্বলতা : এ খাতের জন্য প্রয়োজনীয় গুণগত ও মাত্রাসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। দেশটি সম্পর্কে নেতিবাচক ভাবমর্যাদা ও দেশটির জন্য সম্ভাবনাময় আইটি-আইটিইএস ডেস্টিনেশন দৃশ্যমান না থাকার পরও এ শিল্প খাতের উন্নয়নে দুর্বলতা ও সমন্বয়হীনতা বিদ্যমান। তাছাড়া সার্বিকভাবে এর অবকাঠামো দুর্বল, অনির্ভরযোগ্য ও সামঞ্জস্যহীন। সরকারের অতিমাত্রিক হস্তক্ষেপের ফলে সমন্বয়হীনতার অভাব যেমন আছে, তেমনি পদক্ষেপগুলো বিচ্ছিন্ন ও অসদৃশ্য।

অনেক দেশ তাদের র‍্যাঙ্কের উন্নয়ন ঘটিয়েছে এবং সম্ভাব্য আইটি/আইটিইএস গন্তব্য হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে

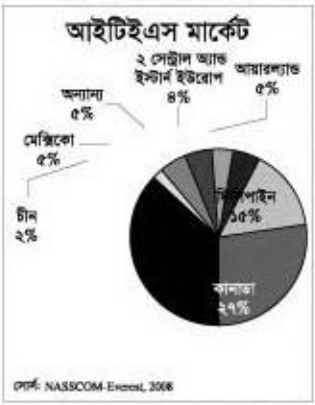

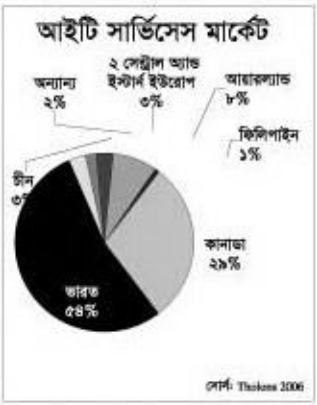

আইটি-আইটিইএস খাতে বাংলাদেশের 'Locational Competitiveness' নির্ধারণে প্রধান প্রধান কিছু বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে উলি-খিত রিপোর্টে। এগুলোর মধ্যে আছে : নিয়োগযোগ্য দক্ষতার প্রাপ্যতা, প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যয়, সংশি-ষ্ট সরকারি অবকাঠামোর মান এবং অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ।

পরিস্থিতি বিশে-ষণ

উলি-খিত রিপোর্টে বাংলাদেশের আইটি-আইটিইএস শিল্প খাতের পরিস্থিতি বিশে-ষণে বেশ কিছু বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– এ খাতের সবলতা (Strengths), দুর্বলতা (Weakness), সুযোগ (Opportunity) এবং হুমকি (Threats)। সম্মিলিতভাবে এগুলোকে অভিহিত করা হয়েছে SWOT অভিধায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রিপোর্টে এই SWOT বিশে-ষণ করতে গিয়ে যেমনটি উলে-খ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

সবলতা : এখানে রয়েছে প্রচুরসংখ্যক যুবশক্তি ও প্রশিক্ষণের যোগ্য শ্রমশক্তি। ভারত, চীন ও পাকিস্তানের তুলনায় কম বেতনে ও মজুরিতে আইটি-আইটিইএসকর্মী পাওয়া যায়। কার্যত সরকার ও ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের

দুর্নীতি, ব্যবসায় শুরু করতে বিলম্ব হওয়া ও সাম্প্রতিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের কারণে ব্যবসায়িক পরিবেশ ভালো নেই। যুব সম্প্রদায় ও নারী উন্নয়নের উদ্যোগে লেগে থাকার মতো কোনো জনশক্তি নেই।

হুমকি : এখানে রিসোর্সের অভাব রয়েছে। দক্ষ কর্মীদের নিয়ে যাচ্ছে অন্যান্য ব্যবসায়িক খাতগুলো। আইটি কোর্সগুলোতে ছাত্রভর্তির সংখ্যা কমে গেছে। কলসেন্টারসহ আইটি-আইটিইএসসংশি-ষ্ট ব্যবসায়িক সুযোগ ধরার জন্য প্রয়োজনীয় ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি বাংলাদেশের নেই। অবকাঠামো সমস্যা দৃঢ়ভাবে নীতি ও নিয়ন্ত্রণ বিধিগত অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়নে পদক্ষেপের অভাব রয়েছে। ধর্মঘট, হরতাল ও কাজ বন্ধ করে দেয়ার মাধ্যমে এ শিল্প খাতকে অচল করে দেয়ার সম্ভাবনাও প্রবল।

সুযোগ : বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার অপর অর্থ-কোম্পানিগুলো খুঁজে দেখবে কোথায় অতিরিক্ত খরচ কমিয়ে আনা যায়। আর এটি বাংলাদেশের জন্য বয়ে আনতে পারে নতুন নতুন সুযোগ। কারণ এখানে শ্রমের মজুরি কম। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ আইটি-আইটিইএস বাজারে প্রবেশের সহজতর সুযোগ পাবে। আইটি পার্ক ধরনের কর্মকাণ্ড অবকাঠামোগত সমস্যাকে একটা নিয়ন্ত্রণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে। আর এতে করে দেশের ভাবমর্যাদা সমস্যা ও সাফল্যের সাথে সমাধান করা যেতে পারে।

আইটি-আইটিইএস বাজারে রয়েছে নানা সুযোগ। সে সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের মতো এ খাতে অনেক নবাগত দেশ অনেক উপায় অবলম্বন করতে পারতো। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বেশিরভাগ কোম্পানি বর্তমানে বোধগম্য কৌশলগত যোগ্যতা অথবা বিশেষ কোনো দক্ষতা, প্রক্রিয়া ও জ্ঞানের সম্মিলন ধারণ করে না। অথচ এক্ষেত্রে এগুলোর প্রয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জায়মান আইসিটি খাতের বাংলাদেশে প্রত্যাশিত ছিল এগুলো গুরুত্বের সাথেই বিবেচিত হবে। দরকার ছিল কৌশলগত দিকনির্দেশনা ও রিসোর্সের ওপর মনোযোগ দেয়া।

সুপারিশ

প্রকৃতপক্ষে উলি-খিত রিপোর্টটি প্রণয়নের অনেক উদ্দেশ্যের মাঝে একটি উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান সরকারের ৫ বছর মেয়াদের মধ্যে বাংলাদেশকে আইটি-আইটিইএস খাতে একটি অর্থবহ পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছানো। সেজন্য আলোচ্য রিপোর্টটিতে চেষ্টা চলেছে বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতাসক্ষম ও প্রবৃদ্ধিসমৃদ্ধ করে তোলার জন্য এবং সেই সাথে দেশের সামাজিক উন্নয়নের জন্য আইটি-আইটিইএস খাতের উন্নয়নকে হাতিয়ার করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল, কর্মসূচি ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করার। এ কর্মসূচির লক্ষ্য এই পাঁচ বছর সময়ে দেশের আইটি-আইটিইএস খাতে ৩০ হাজার উচ্চমানের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ২৫ শতাংশ নারী কর্মসংস্থান সৃষ্টি, যুব কর্মসংস্থান বাড়ানো এবং সেবা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিবেচনা মতে বাংলাদেশকে সেরা ৫০ আইটি-আইটিইএস ডেস্টিনেশনে পরিণত করা। সে লক্ষ্যে রিপোর্টে পরবর্তী করণীয় বা একটি সুপারিশমালাও উলে-খ করে।

এ সুপারিশমালায় উলে-খ করা হয়, উপরে উলি-খিত SWOT থেকে একটা সুস্পষ্ট ধারণা মিলে বাংলাদেশের আইটি-আইটিইএস খাত উন্নয়নে কৌশল কী হবে? এ খাতে সুযোগ অনেক, অনেক পথ। এ খাতে নবাগত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ অনেক পথই অবলম্বন করতে পারতো। বাংলাদেশের বেশিরভাগ কোম্পানি সেজন্য প্রয়োজনীয় কৌশলগত যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। সেজন্য বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে সে কৌশলগত দিকনির্দেশনা ঠিক করা ও সম্পদের ওপর নজর দেয়া।

০১. আইটি-আইটিইএস শিল্প খাত খুবই ব্যাপকধর্মী একটি খাত। এর রয়েছে নানা শাখা (Segments)। এ খাতে একটি জনবহুল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে সব শাখায় এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে পারবে না। সেজন্য বাংলাদেশকে এ খাতে কিছু কিছু শাখাকে সতর্ক বিচার-বিশে-ষণের মাধ্যমে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে নিতে হবে। সে অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারণ করতে হবে।

০২. বাংলাদেশ বর্তমানে যে পর্যায়ের ▸

'টেকনোলজিক্যাল প্রফিসিয়েন্সি অব ট্যালেন্ট' ধারণ করে, সে বিবেচনায় বাংলাদেশকে এখন টার্গেট করতে হবে কম জটিল প্রকল্পগুলোকে। এরই মধ্যে বাংলাদেশকে এর সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। সেই সাথে কমিয়ে আনতে হবে আন্তর্জাতিক মানের সাথে এর ঘাটতির পরিমাণ। এর পরই শুধু বাংলাদেশকে পা রাখতে হবে নিকট ভবিষ্যতে অধিকতর জটিল প্রকল্পে।

০৩. বড় আকারের ১০০০-২০০০ জনবলের প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দেয়ার মতো শিক্ষিত-প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব রয়েছে। তাই বাংলাদেশে স্বল্পমেয়াদে ক্ষুদ্রতর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই অধিকতর বাস্তবসম্মত। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ জোরালো পদক্ষেপ নিতে পারে দেশে মেধাবী জনশক্তির প্রাপ্যতা বাড়ানোর জন্য।

০৪. যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপসহ বড় বড় বাজার ধরার জন্য মনোযোগী হতে হবে বাংলাদেশকে। কারণ, এসব বড় বড় বাজারের দেশগুলোর চাহিদা বহুমুখী।

০৫. দৃষ্টি রাখতে হবে অ্যাডিনেভীয় ও জাপানি গ্রাহকদের মতো যথাযোগ্য অন্য গ্রাহকদের ওপরও।

০৬. বাড়াতে হবে বাংলাদেশের বর্তমান প্রতিযোগিতা ক্ষমতার মাত্রা ও এর বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জনশক্তি।

এরপর কী?

আলোচনা থেকে এটুকু প্রতিষ্ঠিত সত্য, বৈশ্বিকভাবে কিংবা আঞ্চলিকভাবে আইটি-আইটিইএসের চাহিদার অভাব নেই। তবে বাজার ধরতে বাংলাদেশের সাথে প্রতিযোগিতা করার মতো দেশও রয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের আইটি-আইটিইএস খাতে প্রয়োজন সুসমন্বিত পদক্ষেপ। সর্বোচ্চ উপকার বইয়ে আনার জন্য লক্ষ্য বা টার্গেট হবে সুসংগঠিত। এখন পর্যন্ত এ খাত উন্নয়নে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে গৃহীত ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়নি। বিশ্ববাজারে এ খাতে বাংলাদেশের অবদান ও প্রতিযোগিতা করার মতো সক্ষমতা রাখতে হলে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

পরিবর্তন প্রক্রিয়ার শুরু : এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার শুরুর জন্য সরকার ব্যবসায়ী সমিতিগুলো থেকে সংশিষ্ট স্টেকহোল্ডাররা আগামী পাঁচ বছরের জন্য প্রধান প্রধান কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন।

প্রস্তাবিত কর্মসূচির প্রাথমিক লক্ষ্য পাঁচ বছরে আইটি-আইটিইএস বার্ষিক রফতানি আয় ৫০ কোটি ডলারে উন্নীত করা। এর ফলে এ খাতে সৃষ্টি হবে ৩০ হাজার সরাসরি উচ্চমানের কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এ খাতে রফতানি প্রবৃদ্ধির হার হবে ৫০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ। বাংলাদেশে জিডিপিতে এর অবদানের পরিমাণ হবে ১ শতাংশ। শিল্প প্রবৃদ্ধি বাড়বে।

আর প্রস্তাবিত কর্মসূচির অতিরিক্ত লক্ষ্য হচ্ছে, এ খাতে নারীর কর্মসংস্থান ২৫ শতাংশ উন্নীত করা, ২৯ বছরের কমবয়সী যুবশ্রেণীর কর্মসংস্থান বাড়ানো এবং বাংলাদেশের সেবা ৩০ আইটি-আইটিইএস ডেস্টিনেশনের তালিকায় স্থান করে নেয়া।

এই ব্যাপকভিত্তিক পাঁচসালা কর্মসূচির জন্য প্রয়োজন ৪ কোটি ডলারের একটি ব্যাপকভিত্তিক বাজেট। এবং এর কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রয়োজন এ খাতের সরকারি-বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের। এ প্রোগ্রামের প্রথম পর্যায় বাস্তবায়নের কথা ২০১০ সালে, দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়িত হবে ২০১১-২০১৩ সালে এবং তৃতীয় পর্যায় বাস্তবায়িত হবে কর্মসূচির শেষ বছর ২০১৪ সালে।

বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে আইটি/আইটিইএস খাতের উন্নয়নে মুখ্য সহায়কের ভূমিকা পালন করে সরকার। বাংলাদেশে এ খাতের উন্নয়নে আইসিটি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিচ্ছিন্নভাবে উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশে আইসিটি খাত পরিচালনা করে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, যেগুলোর একটি ম্যান্ডেট অপরটির ওপর আপতিত হয়। এ খাত উন্নয়নে একক কোনো সংস্থা নেই। অথচ এ খাতটি অন্যান্য খাতের তুলনায় কৌশলগত ও জটিল প্রকৃতির। বাংলাদেশের আইটি খাতের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটি একক সংস্থা। ২০০৯ সালে সরকারের অনুমোদিন জাতীয় আইসিটি নীতিমালায় 'আইসিটি শিল্প উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে বাংলাদেশে আইটি শিল্পের উন্নয়নসহ আরো কিছু কাজ। তা না হওয়া পর্যন্ত এ প্রোগ্রাম যৌথভাবে বাস্তবায়ন করবে সরকারি ও বেসরকারি খাত। এর একটি উপায় হতে পারে নিম্নরূপ– 'ন্যাশনাল প্রোগ্রাম স্টিয়ারিং কমিটি' (এনপিএসসি)। উচ্চপর্যায়ের এ কমিটি এ কর্মসূচির সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটি হিসেবে কাজ করবে। এ কমিটি গঠিত হবে নিম্নরূপ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে।

০১. সচিব, বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়।
০২. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল।
০৩. নির্বাহী পরিচালক, প্রস্তাবিত আইসিটি প্রফেশনাল স্কিল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যানহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম (আইপিএসএইপি)।
০৪. সভাপতি, বেসিস।
০৫. সভাপতি, বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি।
০৬. সভাপতি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কলসেন্টার অপারেটর্স।
০৭. যুগ্মসচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।
০৮. যুগ্মসচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।
০৯. যুগ্মসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
১০. সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'জন শিক্ষাবিদ।
১১. পরিচালক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিনিয়োগ উন্নয়ন বোর্ড।
১২. কর্মসূচি পরিচালক।

এই কমিটির কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ :

০১. গোটা কর্মসূচির সার্বিক বাস্তবায়ন তদারকি, সমন্বয় সাধন ও সিদ্ধান্ত নেয়া, যাতে করে এ খাতের উন্নয়ন পরিবেশের উন্নয়ন ঘটে।
০২. প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন টিমকে (পিআইটি) প্রয়োজনীয় পরামর্শ, পরিচালনাগত ও সংশোধনীমূলক নির্দেশনা দেয়া।
০৩. কর্মসূচির বাস্তবায়নের সময়ে সৃষ্ট সমস্যা ও দ্বন্দ্ব নিরসন করা।
০৪. কর্মসূচি বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও পর্যালোচনাসহ এর চূড়ান্ত বাস্তবায়ন সম্পাদন করা।
০৫. এনপিএসসি প্রতি ৩ মাসে একবার বৈঠকে বসতে পারে। প্রয়োজনে এ কমিটি সদস্য ও উপদেষ্টা কো-অপ্ট করতে পারবে। কমিটি সদস্যদের সম্মানীর ব্যবস্থা করা হবে।

কর্মসূচি বাস্তবায়ন দল

'কর্মসূচি বাস্তবায়ন দল' তথা 'প্রোগ্রাম ইমপ্লি-মেন্টেশন টিম' (পিআইটি) সার্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও তদারকির দায়িত্ব পালন করবে। এটি কর্মসূচির যাবতীয় কর্মকাণ্ড দেখাশোনা করবে।

এ টিমের দায়িত্ব হবে : ০১. পরামর্শক ভাড়া করা ও মানসম্পন্ন কাজ সরবরাহ; ০২. কর্মসূচির আর্থিক ব্যবস্থাপনা; ০৩. কর্মসূচি বাস্তবায়নসংশিষ্ট নীতিসিদ্ধান্ত অনুমোদন এবং ০৪. কর্মসূচির তদারকি ও প্রধান প্রধান কর্মসম্পাদন সূচকের মূল্যায়ন।

এ টিমে থাকবেন একজন কর্মসূচি পরিচালক, একজন আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, একজন ক্রয় বিশেষজ্ঞ এবং মেধাবী উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন, পরিবেশ সৃষ্টি ও অবকাঠামোবিষয়ক বিশেষজ্ঞবর্গ। তাছাড়া নারী-পুরুষ সমতা ও যুব উন্নয়নবিষয়ক বিশেষজ্ঞ নিয়োগের বিষয়টি বিবেচিত হতে পারে। পিআইটিতে থাকবেন কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। বাজার থেকে ভাড়া করে আনা হবে ডোমেইন বিশেষজ্ঞ। প্রতিযোগিতামূলক বাজারভিত্তিকে তাকে অর্থ দেয়া হবে।

বাংলাদেশ থেকে সফটওয়্যার ও আইটিইএস রফতানি মূল্য

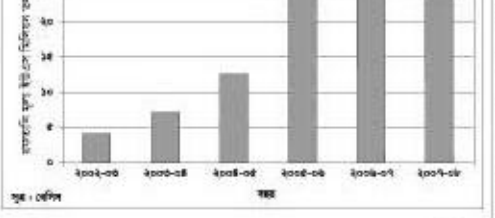

সূত্র : বেসিস